

২০.১২.২০২৩

ডি.পি

হাইকোর্টে কলকাতা হাইকোর্টে  
সাংবিধানিক রিট আপিলের এখতিয়ার  
আপিলকারীর পক্ষে  
২০২৩ সালের ডাবলু.পি.এ ২৬০৪৩  
লখন ওরাঙ  
-বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং সংস্থা  
শ্রী রণনীশ গুহ ঠাকুরতা,  
শ্রীমতী সেউজীতি সেনগুপ্ত,  
শ্রীমতী দীপা রায়।

... আবেদনকারীর জন্য।

শ্রী দীপক কুমার মুখোপাধ্যায়,  
শ্রী রাজীব মুখার্জি,  
শ্রীমতী শ্যারেয়সী ভাদুড়ি।

... ভাটপাড়া পৌরসভার জন্য।

শ্রী সনৎ কুমার বিশ্বাস।

... রাষ্ট্রের জন্য।

বিরোধী হলফনামা এবং হলফনামা এর উত্তর আজ আদালতে দায়ের করা মামলাগুলোর রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে।

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের আদেশটি ভাটপাড়া পৌরসভার চেয়ারপারসন কর্তৃক গৃহীত গ্র্যাজুইটি বিলম্বিত পরিশোধের কারণে সুদ প্রদানের জন্য আবেদনকারীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে তাৎক্ষণিক রিট আবেদনটিকে বাতিল করা হয়েছে।

আবেদনকারী ২০১৫ সালে ভাটপাড়া পৌরসভার একজন কর্মচারী হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন এবং ২০২৩ সালে আবেদনকারী এই আদালতে একটি রিট আবেদন দায়ের করার পরে এবং অবমাননার আবেদনের পরেই ২০২৩ সালে গ্র্যাজুইটির পরিমাণ পানা অবমাননার হুমকিতে আবেদনকারীর গ্র্যাজুইটির পরিমাণ ছেড়ে দেওয়া হয়।

পৌরসভাকে গ্রাচুইটি সহ অবসরকালীন বকেয়া পরিশোধের নির্দেশ দিয়ে আবেদনকারীর দায়ের করা আগের রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। সুদ মঞ্জুর করার প্রশ্নটি উন্মুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং আদালত সিদ্ধান্ত নেয়নি। অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তির সময় আবেদনকারীকে আইন অনুযায়ী বিলম্বিত গ্রাচুইটি প্রদানের সুদ দাবি করার পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এরপর আবেদনকারী সুদ পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। একই 'মওকুফ এবং এস্টপেলের মতবাদ' নীতির উপর নির্ভর করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

বিলম্বিত গ্রাচুইটি প্রদানের কারণে পৌরসভা সুদের জন্য প্রার্থনার তীব্র বিরোধিতা করে। পৌরসভাটি হলফনামা দাখিল করেছে - বিরোধিতা দাবিত্যাগ এবং এস্টপেলের নীতির উপর নির্ভর করে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে পূর্বের অনুষ্ঠানে আবেদনকারীর উল্লিখিত প্রার্থনা আদালত কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায়, আবেদনকারীকে সুদ পরিশোধের বিষয়টি উত্থাপন করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এটা মেনে নিতে হবে যে আবেদনকারী তার সুদ দাবি করার অধিকার মওকুফ করেছেন।

উল্লিখিত দাখিলের সমর্থনে, পৌরসভা বি এসএনএল এবং ওআরএস বনাম- সুভাষ চন্দ্র কাঞ্চন ও অন্যান্য। রিপোর্ট ২০০৬ (৮) এসসিসি ২৭৯ অনুচ্ছেদ ২০ -এর বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের উপর নির্ভর করে।

উল্লিখিত বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৩ বিধি ১ এর উপর নির্ভর করেছিল এবং বলেছিল যে একজন ব্যক্তির আইনগত অধিকার থাকতে পারে তবে যদি এটি মওকুফ করা হয় তবে তা কার্যকর করার জন্য জোর দেওয়া যাবে না।

পৌরসভার মতে, আবেদনকারী সুদ দাবি করার অধিকার মুকুব করেছেন এবং সেই অনুযায়ী, এই পর্যায়ে সুদের জন্য প্রার্থনা করা যাবে না।

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১৪ বিধি ২ এর বিধানের উপরও নির্ভর করা হয়েছে।

আমি উভয় পক্ষের তরফ থেকে করা দাখিল শুনেছি এবং বিবেচনা করেছি। আদালত পূর্বের রিট আবেদনের নিষ্পত্তি করার সময় স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছে যে গ্র্যাচুইটি দাতব্য নয় এবং এটি কর্মচারীর একটি প্রাপ্য। আদালত এই বিষয়টির দিকে খেয়াল করেছেন যে তহবিলের স্বল্পতার কারণে আবেদনকারীর প্রান্তিক বকেয়া মুক্তি দেওয়া যায়নি। আদালত পৌরসভাকে তহবিল মুক্তির জন্য সরকারের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

আদালত আরও নথিভুক্ত করেছে যে তহবিল প্রকাশের বিষয়ে রাজ্য এবং পৌরসভার মধ্যে ঝগড়া তার গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে না। একইভাবে এটি নিপীড়নমূলক, হয়রানিমূলক এবং প্রবীণ নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘনকারী।

আদালত এই সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিল যে পৌরসভা প্রান্তিক বকেয়া মুক্তির জন্য তহবিলের অভাবের আবেদন করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে, আদালত পৌরসভাকে মূল অর্থ প্রদানের সাথে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় এবং আদালত সুদের বিষয়টি উন্মুক্ত রেখে দেয়। আদালত কখনোই সুদের বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত নেয়নি। আদালত সচেতন ছিল যে কর্মচারী সুদের সাথে মূল পরিমাণ অর্থ পাওয়ার অধিকারী কিন্তু আদালত প্রথমে পৌরসভাকে মূল অর্থ প্রদানের অনুমতি দিতে চেয়েছিলেন এবং তারপরে সুদের অংশের সাথে লেনদেন করতে চেয়েছিলেন।

অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তির সময়, আদালত আবেদনকারীকে স্বাধীনতা প্রদান করেন

সুদ দাবি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে। আবেদনকারীর স্বার্থ দাবি করার অধিকার আদালত কখনই বন্ধ করে দেয়নি। বিপরীতে, পরবর্তী কার্যধারায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি খোলা রেখে দেওয়া হয়েছিল।

দেখা যায় যে কর্মচারী অনেক আগেই অবসরে গেছেন এবং গ্রাচুইটি প্রদানের পরই আবেদনকারী রিট আবেদন দায়ের করার পরে অবমাননার আবেদন করে। প্রান্তিক পারিশ্রমিক প্রদান করতে বিলম্বের কারণে নিয়োগকর্তা সুদ দিতে বাধ্য। নিয়োগকর্তার একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর প্রান্তিক বকেয়া উপর বসার কোন অধিকার নেই কারণ নিয়োগকর্তার মিস্তি ইচ্ছা এবং সুবিধা অনুসারে কর্মচারীর অনুকূলে বিতরণ করা নিয়োগকর্তার হাতে অনুগ্রহ নয়।

ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীনে পৌরসভা একটি 'রাজ্য' হওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে তার আইনি বকেয়া থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা উত্থাপন করা উচিত নয়। রাজ্যের একটি অঙ্গ হওয়ায় পৌরসভাকে একজন আদর্শ প্রদানকারী নিয়োগকর্তা হিসাবে কাজ করা উচিত এবং কর্মচারীকে তার অবসর গ্রহণের সাথে সাথে তার বকেয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, কর্মচারী অবসর নেওয়ার অনেক পরে গ্রাচুইটি ছেড়ে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় পৌরসভাকে সুদ পরিশোধ করা হবে না এমন দাখিল আদালতের দ্বারা শোনা হবে না।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, প্রত্যাখ্যানের অপ্রকৃত আদেশ বাতিল করা হয়। পৌরসভাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত গ্রাচুইটি পরিমাণের উপর শতকরা @ ১০ পরিমাণ বার্ষিক সুদ দিতে হবে। যদি আজ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ প্রদান করা না হয়, তবে পৌরসভা কর্মচারীকে বিলম্বিত অর্থ প্রদানের কারণে শতকরা ৩ পরিমাণ পি এ অর্থাৎ  $১০ + ৩ = ১৩$  শতাংশ বার্ষিক অতিরিক্ত সুদ দিতে বাধ্য থাকবে।

গ্রাচুইটি প্রদেয় হওয়ার তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণে গণনা করতে হবে।

রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি হয়।

এই আদেশের জরুরী প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, স্বাভাবিক আইনী আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে পক্ষগুলিকে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি অমৃত সিংহা।)

### **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।